ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৭৮৪

আগরতলা,১৬ নভেম্বর,২০২৬

খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, জয়-পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে : রাজ্যপাল



আজ সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৭৫তম বি.এন. মল্লিক স্মারক সর্বভারতীয় পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-২৭-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আসাম রাইফেলস ও ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা চলবে ১৬ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, খেলাধুলা শুধুমাত্র পদক ও ট্রফি জয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, দলগত ঐক্য এবং জয়-পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও খেলাধুলা একটি কার্যকর মাধ্যম। সুস্থ, সবল ও কর্মচঞ্চল যুবসমাজই একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী জাতির ভিত্তি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার খেলাধুলার প্রসারে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, ভারতকে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সংশোধিত খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৩৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং গ্রামের মাঠ থেকে অলিম্পিকের মঞ্চ পর্যন্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন। এই অঞ্চলে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে অধিক অর্থ বরাদ্দের ফলে এখানকার যুবসমাজের বিপুল ক্রীড়া প্রতিভাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্যপাল বলেন, সম্পদের অভাব কিংবা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে যাতে কোনও ক্রীড়া প্রতিভা হারিয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে তাঁদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং স্পোর্টস সায়েন্সের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে।

২-এর পাতায়

এই মর্যাদাপূর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের সুযোগ পাওয়াকে ত্রিপুরার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করে শ্রী নাল্লু বলেন, এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান নয়, বরং পুলিশ বাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্য এবং জাতীয় ঐক্যের চেতনার প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বহনকারী প্রতীকী উদ্যোগ হিসেবে পায়রা উড়িয়ে দেন। পরে তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলির খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে আসাম রাইফেলসের আইজি আই. এস. ভিন্দারও বক্তব্য রাখেন। তিনি এই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ-এর আইজি সঞ্জয় যাদব এবং ত্রিপুরা পুলিশের আইজি অবুলা রমেশ রেড্ডি। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পুলিশ বাহিনীর দল অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আরপিএফ, বিএসএফ, এসএসবি এবং আইটিবিপি-র ফুটবল দল এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছে।

*****